بسم الله الرحمن الرحيم

নিখিলবিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান ইমাম ও আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) গত ১৭ই জুলাই, ২০২৬ তারিখে যুক্তরাজ্যের টিলফোর্ডস্থ মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত জুমুআর খুতবায় মহানবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর জীবনচরিত বর্ণনার ধারাবাহিকতায় আল্লাহ্ তা'লার প্রতি তাঁর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের আদর্শ ও উপদেশাবলী বর্ণনা করেন।

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা মানুষকে সৃষ্টি করার পূর্বে তার কল্যাণের জন্য অসংখ্য নিয়ামত সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ্‌র এই অনুগ্রহ স্বাভাবিকভাবেই এ দাবি রাখে যে, বান্দা তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে। সে অনুসারে প্রত্যেক নবীই তাঁর অনুসারীদের এই উপদেশ দিয়েছেন, তারা যেন আল্লাহ্‌র কৃতজ্ঞ বান্দা হয় আর তাদের মাঝে সর্বাধিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেছেন আমাদের মনিব ও অভিভাবক হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)। আজ আমি মহানবী (সা.)-এর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের সেই আদর্শ, বিভিন্ন দোয়া এবং উপদেশাবলীর কিছু দৃষ্টান্ত উল্লেখ করব। এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.) বলেছেন, **ঈমান দুটি অংশে বিভক্ত; অর্ধেক ধৈর্য, অর্ধেক কৃতজ্ঞতা।** হুযূর (আই.) বলেন, যদি গভীরভাবে পর্যালোচনা করা হয়, তাহলে ধৈর্যও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনেরই একটি দিক। অতঃপর মহানবী (সা.) বলেছেন, **মুমিনের বিষয়টি সম্পূর্ণ কল্যাণকর এবং এটি মুমিন ছাড়া আর অন্য কারো জন্য প্রযোজ্য নয়। যদি সে কোনো আনন্দ লাভ করে তাহলে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে, যা তার জন্য কল্যাণকর। আর যদি কোনো কষ্টের সম্মুখীন হয় তাহলে ধৈর্য ধারণ করে, যা তার জন্য কল্যাণকর।** মহানবী (সা.) অন্যত্র বলেছেন, **যে মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না, সে আল্লাহ্‌র প্রতিও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না।** অতএব, আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের পাশাপাশি সৃষ্টির প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের নির্দেশও তিনি দিয়েছেন। এর ওপর আমল করা হলে ধরাপৃষ্ঠে একটি প্রকৃত ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

হযরত নুমান বিন বশীর (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.) বলেছেন, **যে সামান্য বিষয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না, সে অধিক পরিমাণে হলেও কৃতজ্ঞ হতে পারে না। আল্লাহ্‌র নিয়ামতরাজির চর্চা করাও এক প্রকার কৃতজ্ঞতা।**

হযরত উসামা বিন যায়েদ (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেছেন, **যার প্রতি কোনো অনুগ্রহ করা হয় এবং সে অনুগ্রহকারীকে বলে, জাযাকাল্লাহু খাইরান অর্থাৎ, আল্লাহ্ আপনাকে সর্বোত্তম প্রতিদান দিন, তাহলে সে প্রশংসার দায়িত্ব যথাযথভাবে প্রদান করে।** তিনি (সা.) আরও বলেন, **যখন আল্লাহ্ তা'লা কোনো জাতিকে কল্যাণ ও বরকত দান করতে চান তখন তাদের আয়ু বৃদ্ধি করে দেন এবং তাদের হৃদয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সামর্থ্য দেন।** মহানবী (সা.) আরও বলেন, **যে ব্যক্তি সকাল বেলা এই দোয়া করে, হে আল্লাহ্! আমি সকালে যে নিয়ামত লাভ করেছি তা তোমারই পক্ষ থেকে। তুমি এক অদ্বিতীয়, তোমার কোনো শরীক নেই, অতএব সমস্ত প্রশংসা তোমারই এবং কৃতজ্ঞতাও তোমারই— তাহলে সে তার দিনের কৃতজ্ঞতা যথাযথভাবে প্রদান করল। আর যখন সে অনুরূপভাবে তার সন্ধ্যা অতিবাহিত করে, তবে সে তার রাতের কৃতজ্ঞতা আদায় করল।**

একবার মহানবী (সা.) হযরত মুআয বিন জাবাল (রা.)-র হাত ধরে বলেন, হে মুআয! আল্লাহ্‌র কসম, আমি তোমাকে ভালোবাসি। আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি, তুমি প্রত্যেক নামাযের পর এটি বলতে কখনো ভুলো না, **আল্লাহুম্মা আ-ইন্নি আলা যিকরিকা ওয়া শুকরিকা ওয়া হুসনি ইবাদাতিকা** অর্থাৎ, হে আমার আল্লাহ্! আমাকে সাহায্য করো আমি যেন তোমার যিক্‌র

করতে পারি, তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি এবং সুন্দরভাবে তোমার ইবাদত করতে পারি।

অন্য এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি (সা.) সাহাবীদের এই দোয়া শিখিয়েছেন, **হে আল্লাহ্! আমি প্রত্যেক কাজে তোমার কাছে অবিচলতা প্রার্থনা করি, হিদায়েতের ওপর দৃঢ়তা চাই, তোমার নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি, তোমার ইবাদতের সৌন্দর্য কামনা করি এবং সত্যবাদী হতে চাই আর স্বচ্ছ হৃদয়ে তুমি যে মন্দের কথা জানো তা থেকে আশ্রয় চাই এবং যে কল্যাণের কথা তুমি জানো তা লাভ করতে চাই এবং তোমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি সেই পাপ থেকে যা তুমি জানো।**

অনুরূপভাবে মহানবী (সা.)-এর কাছে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, নামাযে পড়ার জন্য সবচেয়ে উত্তম দোয়া কোনটি? তিনি (সা.) বলেন,

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كُلُّهُ، وَلَكَ الشُّكْرُ كُلُّهُ، وَلَكَ الْمُلْكُ كُلُّهُ، وَلَكَ الْخَلْقُ كُلُّهُ، وَإِلَيْكَ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، نَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ، وَنَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ

অর্থাৎ, হে আমার আল্লাহ্! সমস্ত প্রশংসা তোমারই, সমস্ত কৃতজ্ঞতা তোমারই, সমস্ত রাজত্ব তোমরাই, সমস্ত সৃষ্টি তোমারই এবং প্রতিটি বিষয় তোমার দিকেই প্রত্যাবর্তিত হয়। আমরা তোমার কাছে সব ধরনের কল্যাণ প্রার্থনা করি এবং সব ধরনের মন্দ থেকে আশ্রয় চাই। এছাড়া তাঁর আরেকটি দোয়া এভাবে পাওয়া যায়, **হে আল্লাহ্! আমাকে এমন বানিয়ে দাও যেন আমি অধিক পরিমাণে তোমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি, অধিক পরিমাণে তোমার যিক্‌র করি, তোমার উপদেশাবলীর অনুসরণ করি এবং তোমার তাগিদপূর্ণ নির্দেশনাবলী স্মরণ রাখি।** হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, মানুষ যদি প্রতিদিন এই দোয়া করে, তাহলে তার মনে কোনো কুচিন্তা জন্ম নেবে না এবং মানুষ কোনো ভুল বা অন্যায় কাজও করবে না।

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি কোনো বিপদে পতিত মানুষকে দেখে এবং এই দোয়া করে, তাহলে সে যেন আল্লাহ্‌র অনুগ্রহরাজির প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। আর দোয়ার শব্দগুলো হলো, **সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌রই যিনি আমাকে এই বিপদ থেকে নিরাপদ রেখেছেন, যার মাধ্যমে তোমাকে পরীক্ষা করা হয়েছে এবং আমাকে তোমার ওপর এবং তাঁর সমস্ত সৃষ্টির ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন।**

হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) যখন এমন কিছু দেখতেন যা তাঁর পছন্দ হতো, তখন বলতেন, **সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌রই জন্য, যাঁর অনুগ্রহে সমস্ত সৎকাজ পূর্ণতা লাভ করে।** আর যখন তিনি (সা.) অপছন্দনীয় কিছু দেখতেন তখন বলতেন, **সর্বাবস্থায় সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র।**

মহানবী (সা.) এবং তাঁর সাহাবীগণ (রা.) বৃষ্টির প্রথম ফোঁটাগুলো নিজেদের মাথায় বরণ করে নিতেন আর তিনি (সা.) বলতেন, **এটি আমাদের মহান প্রতিপালকের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ একটি সতেজ নিয়ামত।** এভাবে তাঁরা বৃষ্টির বিষয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেন।

শৌচাগার থেকে বের হয়ে মহানবী (সা.) এই দোয়া করতেন, **সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহ্‌র যিনি আমার কাছ থেকে ক্ষতিকর জিনিস দূর করে দিয়েছেন এবং আমাকে সুস্থতা দান করেছেন।**

রাতে যখন নিজের বিছানায় শায়িত হতেন তখন তিনি (সা.) এই দোয়া করতেন, **হে আল্লাহ্! তোমার নামেই আমি মৃত্যুবরণ করি এবং জীবিত হই।**

আর যখন জাগ্রত হতেন তখন দোয়া করতেন, **সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র, যিনি আমাদেরকে মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত করেছেন এবং তাঁর দিকেই আমাদের ফিরে যেতে হবে।**

তিনি (সা.) খাবার খাওয়ার সময় আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতেন, নতুন পোশাক পরিধান করার সময় আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতেন। সংক্ষেপে, এমন কোনো মুহূর্ত ছিল না যখন তিনি আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ এবং তাঁর প্রশংসা ও গুণকীর্তন না করেছেন।

হযরত আবুল আওহাস (রা.) তার পিতার বরাতে বর্ণনা করেন, আমি একবার মহানবী (সা.)-এর সামনে মলিন ও পুরোনো পোশাক পরিহিত অবস্থায় উপস্থিত হই [অর্থাৎ পোশাক ভালো ছিল না, পোশাক জীর্ণশীর্ণ ছিল।] তাই তিনি (সা.) আমাকে জিজ্ঞেস করেন, তোমার কি অর্থসম্পদ আছে? তিনি নিবেদন করেন, জী হ্যাঁ; আমার অনেক অর্থসম্পদ আছে। তিনি (সা.) বলেন, **আল্লাহ্ তা'লা যখন তোমাকে সম্পদ দান করেছেন আর তাঁর অনুগ্রহ এবং তাঁর দয়ার আচরণও তুমি দেখেছ, তাই তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা উচিত। আর কৃতজ্ঞতার প্রকাশ এভাবে করো যে, এই নোংরা কাপড় পরিধান করে আসবে না; এই ছেঁড়া কাপড় পরিধান করে আসবে না। ভালো কাপড় পরিধান করো। আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহরাজির প্রকাশ করো।**

একদা মহানবী (সা.)-এর সামনে এক ব্যক্তি আসে, যার চুল এলোমেলো ও উসকো-খুসকো ছিল। তিনি (সা.) বলেন, এই ব্যক্তি কি এমন কিছু পায় না যদ্বারা সে তার চুল সুন্দর করে রাখতে পারে? অন্য এক ব্যক্তিকে দেখেন, যে ময়লা পোশাক পরিধান করে আছে। তিনি (সা.) বলেন, তার কি পানিও জুটেনি যা দিয়ে সে তার কাপড় ধৌত করতে পারে? অনুরূপভাবে একটি রেওয়ায়েত আছে, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসঊদ (রা.) মহানবী (সা.)-এর পক্ষ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি (সা.) বলেছেন, সেই ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না যার অন্তরে বিন্দু পরিমাণ অহংকার আছে। এক ব্যক্তি বলে, মানুষ এটি পছন্দ করে যে, তার পোশাক-পরিচ্ছদ ভালো হোক। তিনি (সা.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা সুন্দর এবং সৌন্দর্যকে পছন্দ করেন। অহংকার হলো, নিজেকে বড়ো মনে করার কারণে সত্যকে অস্বীকার করা এবং মানুষকে তুচ্ছ জ্ঞান করা। ভালো কাপড় পরিধান করে অহংকার করলে সেটিও অহংকার হবে, কিন্তু ভালো কাপড় পরিধান করে কেউ যদি অন্যের সাথে বিনয় প্রদর্শন করে এবং তাদের প্রাপ্য অধিকার প্রদান করে তাহলে সেটি অহংকার নয়।

মহানবী (সা.) এক স্থানে বলেন, দুটি এমন গুণ যার মধ্যে পাওয়া যায় আল্লাহ্ তা'লা তাকে ধৈর্যশীল ও কৃতজ্ঞ হিসেবে লিপিবদ্ধ করবেন। প্রথমটি হলো, **যে ব্যক্তি ধর্মের ব্যাপারে নিজের চেয়ে উচ্চ পর্যায়ের লোকের দিকে তাকায় এবং তার অনুসরণ করে।** আর দ্বিতীয়টি হলো, **যে ব্যক্তি বৈষয়িক বিষয়ে নিজের চেয়ে নিম্ন পর্যায়ের লোকের দিকে তাকায় এবং আল্লাহ্‌র প্রশংসা করে।** তিনি (সা.) আরও বলেন, চারটি এমন জিনিস যাকে দান করা হয়েছে, তাকে ইহকাল ও পরকালের সমস্ত কল্যাণ দান করা হয়েছে: **কৃতজ্ঞ অন্তর, আল্লাহ্‌র স্মরণে সিক্ত জিহ্বা, বিপদের সময়ে ধৈর্য ধারণকারী দেহ এবং এমন স্ত্রী, যে নিজের সতীত্ব ও স্বামীর আমানতের ক্ষেত্রে কখনো বিশ্বাসঘাতকতা করে না।**

হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) তাঁর জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে আল্লাহ্‌র যিক্‌র করতেন। কাজেই, মহানবী (সা.) তাঁর উম্মতের সামনে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সর্বোচ্চ আদর্শ স্থাপন করেছেন এবং আমাদেরকে সকল ক্ষেত্রে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের উপদেশ দিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এর ওপর আমল করার তৌফিক দিন।

খুতবার শেষপ্রান্তে হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, আগামী শুক্রবার থেকে ইনশাআল্লাহ্ আহমদীয়া মুসলিম জামাত, যুক্তরাজ্যের বার্ষিক জলসা আরম্ভ হতে যাচ্ছে। দোয়া করুন যেন আল্লাহ্ তা'লা এই জলসাকে সবদিক থেকে বরকতপূর্ণ করেন। সবদিক থেকে আমাদেরকে স্বীয় সুরক্ষা ও নিরাপত্তার চাদরে আবৃত করে রাখেন। আবহাওয়ার তীব্রতা ও গরমের কারণে কিছু

ঝুঁকিও রয়েছে। যেসব কর্মী নিরলসভাবে ডিউটি দিচ্ছেন, তাদেরকে অনেক সময় তীব্র গরমে দাঁড়িয়ে ডিউটি করতে হয় এবং কঠিন ডিউটিও থাকে— আল্লাহ্ তা'লা তাদেরও সর্বোত্তম উপায়ে নিজেদের দায়িত্ব পালন করার তৌফিক দান করুন এবং কবুল করুন, আমীন।

[প্রিয় পাঠকবৃন্দ! হুযূরের খুতবা সম্পূর্ণ শোনার কখনোই কোনো বিকল্প নাই, সময়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে আমরা খুতবার সারাংশ উপস্থাপন করছি মাত্র। আপনাদেরকে হুযূরের পুরো খুতবাটি শোনার অনুরোধ রইল। হুযূরের খুতবাটি পুরো শুনতে পাবেন আমাদের এমটিএ'র নিয়মিত ওয়েবসাইট অর্থাৎ, www.mta.tv এবং আমাদের কেন্দ্রীয় বাংলা ওয়েবসাইট www.ahmadiyyabangla.org-এ]

(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক লন্ডনের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুতকৃত)